দৈনিক ইনকিলাব

064

তারিখ 6 AUG 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উপজেলা পরিক্রমা

আখাউড়া

।। জালাল উদ্দীন জালু ।।

ব্রাম্হণবাড়িয়া জেলার দশ মাইল পূর্বে আখাউড়া উপজেলা অবস্থিত। ৫টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এ উপজেলায় ১০টি মৌজায় ১১৩টি গ্রাম, ১২টি ডাকঘর, ৫টি ব্যাংক, ৯৯টি মসজিদ ও ৩টি মন্দির আছে। লোকসংখ্যা মোট ৮৪,৫১৫ জন। এর মধ্যে ৪৩,৬১৫ জন পুরুষ ও ৪০,৯০০ জন মহিলা। প্রতি বর্গমাইলে ঘনত্ব ২,৩১৭ জন।

যোগাযোগ

যোগাযোগের ক্ষেত্রে আখাউড়া উপজেলা মোটামুটি উন্নত। আখাউড়ায় ৯ মাইল পাকা রাস্তা, ৫ মাইল ইট বিছানো ও ৭০ মাইল কাঁচা রাস্তা আছে। এখানে রিক্সা ও টেম্পু চলাচল করে। নদী পথ ২৩ মাইল। রেল লাইন ৮ মাইল, রেলষ্টেশন ৩টি ও লঞ্চ ঘাট ৩টি। নদী পথে লঞ্চ চলাচল করে। তবে গ্রীষ্ম মওসুমে তিতাস নদীতে লঞ্চ চলাচলে খুবই অসুবিধা হয়। পাহাড়িয়া ঢলের পানির সাথে মাটি এসে তিতাস ভরাট হয়ে যাচ্ছে।

কৃষি

এ উপজেলার প্রধান ফসল হচ্ছে ধান ও পাট। প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণের অভাবে এখানে রেকর্ড পরিমাণ কৃষি দ্রব্য উৎপাদিত হচ্ছে না। উপজেলায় আবাদী জমির পরিমাণ ১৯,৯০৯ একর ও অনাবাদী জমির পরিমাণ ৭৯০ একর। সীমান্ত এলাকায় পাটের দাম কম থাকায় কৃষকরা পাট চাষ করতে উৎসাহ বোধ করছে না। কৃষি কাজে ১৪টি গভীর নলকূপ, ১৭টি অগভীর নলকূপ ও ১০৯টি পাওয়ার পাম্প রয়েছে। কিন্তু এগুলো প্রায় অকেজো হয়ে থাকায় কৃষকগণ সমস্যায় পড়েছে এবং কৃষির উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে।

শিক্ষা

আখাউড়া উপজেলা সদরে ১টি কলেজ, ১১টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৩৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৯টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৫টি মাদ্রাসা, ১টি কারিগরী বিদ্যালয় আছে। শিক্ষার হার ২২.৭। উপজেলার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বন্ধের উপক্রম। তাই সরকারীকরণ করা একান্ত প্রয়োজন।

কুটির শিল্প

আখাউড়া উপজেলায় বিসিক-কর্তৃক এ পর্যন্ত কাঠ শিল্প, টেইলারিং, চামড়ার জুতা তৈরী, ইলেকট্রিক হাউস, অয়েরিং ও এমব্রোডারী ট্রেডে ১০৫ জন বেকার যুবককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে ২০/২৫ জন যুবকের চাকরির সংস্থান হয়েছে। এখানে ৪টি স'মিল, ৩০টি রাইস মিল ও ১টি তাঁত মিল রয়েছে।

সমবায়

এ উপজেলায় সর্বমোট ৭২টি বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি রয়েছে। এ সব সমিতির সদস্য সংখ্যা ২,২২৪ জন। উল্লেখ্য, সমিতিগুলো হচ্ছে— কৃষক, ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মহিলা ও মৎসজীবী সমবায় সমিতি।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

সমস্যা জর্জরিত ২ ওয়ার্ড বিশিষ্ট ২২ বেডের একটি হাসপাতাল উপজেলা কেন্দ্রে অবস্থিত। ২টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। এ হাসপাতালে জীবনরক্ষাকারী কোন ওষুধ নেই। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের বাইরে থেকে ওষুধ ক্রয় করতে হয়। প্রায়ই ডাক্তারদের মধ্যে কলহ থাকে। ফলে, রোগীদের অবস্থা বেগতিক হয়ে দাঁড়ায়। যদিও একটা এক্স-রে মেশিন আছে, টেকনেশিয়ানের অভাবে চালু করা হচ্ছে না।

হাটবাজার

এ উপজেলায় ১৩টি হাটবাজার আছে। এর মধ্যে আখাউড়া বড় বাজার। হাটবাজারগুলো সংস্কারের অভাব রয়েছে। ফলে, ক্রেতা-বিক্রেতাদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বাজারের নর্দমা ও পয়ঃনিষ্কাশণের অভাবে পরিবেশ দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ

এ উপজেলায় লোড শেডিং-এর জন্য নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে না। উপজেলা সদরে বিভিন্ন রাস্তায় লাইট না থাকায় পথচারীদের চলাচল খুবই অসুবিধে হচ্ছে। ইউনিয়নগুলো এখনও বিদ্যুৎতায়িত হয়নি। ফলে, বিদ্যুতের অভাবে নতুন ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না।

আইন শৃংখলা

পুলিশের তৎপরতায় উপজেলার আইন শৃংখলার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। অপরাধের সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছে। উপজেলা গঠিত হবার পর এখানে বিচার ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।